মাটিরাঙ্গায় জবরদস্তিমূলক শ্রম দিয়ে ক্যাম্প নির্মাণ

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় এক সেনা কমান্ডার বাধ্যতামূলকভাবে খাটিয়ে ও জোরজবরদস্তিমূলকভাবে গৃহ নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে ক্যাম্প নির্মাণ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

মাটিরাঙ্গার বালাছড়ি এলাকায় পরশুরাম ঘাটে একটি সেনা ক্যাম্প রয়েছে। গত জুলাই মাসে ক্যাম্প কমান্ডার কাপ্তেন মাহবুব ক্যাম্প নির্মাণের জন্য প্রত্যেক বাঁশ ব্যবসায়ীকে বিনামূল্যে বাঁশ সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়। না দিলে অসুবিধা হবে বলে হুমকি দেয়। ফলে বাঁশ ব্যবসায়ীরা বাধ্য হয়ে ক্যাম্প নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বাঁশ যোগান দিতে বাধ্য হয়।

এরপর ক্যাম্প কমান্ডার এলাকার ১৫টি গ্রামের কার্বারী ও মেম্বারদের ক্যাম্পে ডাকে এবং ক্যাম্প নির্মাণে শ্রম দেয়ার জন্য ঐ ১৫টি গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি থেকে অন্ততঃপক্ষে একজন লোককে পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়। কেউ কাজে যেতে না চাইলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সে হুমকি দেয়। ফলে নিরুপায় হয়ে এলাকার লোকজন ধান রোপনের জন্য মৌসুমেও ক্ষেতের কাজ ফেলে ক্যাম্প নির্মাণের জন্য বেগার খাটতে বাধ্য হয়। টানা ১৫ দিন ধরে কাজ করার পর ক্যাম্প নির্মাণ শেষ হয়। ক্যাম্প নির্মাণ কিংবা মেরামতের জন্য বাজেট বরাদ্দ থাকলেও ক্যাম্প কমান্ডার এর জন্য কাউকে একটি পয়সাও দেয়নি। লোকজনের ধারণা সে ক্যাম্প নির্মাণের টাকা নিজে পকেটস্থ করেছে।

জোরজবরদস্তিমূলক শ্রম আন্তর্জাতিক আইন ও বাংলাদেশ সংবিধান কর্তৃক নিষিদ্ধ। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৪ ধারায় বলা হয়েছে: "সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।" কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে দেশের সংবিধানকে তোয়াক্কা না করে কিছু কিছু সেনা কমান্ডার বাধ্যতামূলক শ্রম খাটাচ্ছে। অথচ এজন্য আজ পর্যন্ত কোন সেনা কমান্ডারের শাস্তি হয়েছে বলে শোনা যায়নি।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলন সমাপ্ত

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় দপ্তর

গত ২৭-২৮ জুলাই ২০০৫ বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দু'দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জেলা, থানা, ইউনিয়ন, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল শাখার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পিসিপি সভাপতি জলন চাকমার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর আহবায়ক প্রসিত বিকাশ খীসা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা, পিসিপি'র কেন্দ্রীয় নেতা সর্বোত্তম চাকমা, সুনির্মল চাকমা (জিম্পু) ও বিকো চাকমা প্রমুখ।

সভার শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আন্দোলনের সংগ্রামে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শোক প্রস্তাব পাঠ করার পর ১ মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। এরপর সদ্য কারামুক্ত পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সদস্য অমি বিকাশ চাকমা ও খুইকাচিং মার্মাকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তারা বলেন, প্রতিটি আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ছাত্ররাই বিভিন্ন আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। যুক্তি-উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে যে আবারো নতুনভাবে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে তা মোকাবিলার জন্য পাহাড়ি ছাত্র পরিষদকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। বক্তারা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা-বিডিআর ক্যাম্প সম্প্রসারণ, সেটলার পুনর্বাসনের গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। এর বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদকে রোধের হতে হবে।

পানছড়ির লতিবানে ভূমি বেদখল

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি

পানছড়ি সেনা জোনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বহিরাগত সেটলাররা পানছড়ির লতিবান ইউনিয়নে জোরপূর্বক পাহাড়িদের জায়গা জমি দখল করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

হাবিবুর রহমান হাবিব নামে একজন সেটলার ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য এইভাবে জমি বেদখল অভিযানে জিয়া নগর সেটলার গুচ্ছগ্রামবাসীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে একজন ভুক্তভোগী জানিয়েছেন।

গত ১৮ আগষ্ট খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কাছে দেয়া এক স্মারকলিপিতে কিলনজয় ত্রিপুরা অভিযোগ করে বলেন, ১৭ আগষ্ট শত শত সেটলার তার নিজের ও এলাকার অন্য অনেক পাহাড়ির জমি জোরপূর্বক দখল প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সেটলাররা জানিয়েছে তারা পানছড়ি জোন থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছে।

সেটলারদের উদ্ধৃতি দিয়ে স্মারকলিপিতে বলা হয়, "তারা (সেটলাররা) আরো বলেছে, '১৭ আগষ্ট ২০০৫ ইং তারিখে আর্মীরা এখানে ফায়রিং প্রশিক্ষণে আসবে এবং তাদেরকে ঐ তারিখে পাহাড়গুলো দখল করার জন্য বলেছে।"

সেটলাররা জমি দখলে নেয়ার পর আর্মীরা ঐদিন সেখানে আসে এবং ছাঁয়ানী খোলা বাচাই কার্বারী পাড়া, পদ্মিনী পাড়া ও বালা কুমার পাড়ার মাঝখানে একটা জায়গায় টার্গেট প্র্যাকটিস শুরু করে। পানছড়ি জোনের সহকারী কমান্ডার মেজর নাসিম ও ঝরণা টিলা ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর তারেক এই টার্গেট প্র্যাকটিসে নেতৃত্ব দেয়।

বেআইনী দখল এখনো অব্যাহত আছে অভিযোগ করে স্মারকলিপিতে আরো বলা হয়, সেটলাররা কাঁঠাল, কলা ও বাঁশ বাগান কেটে দিয়েছে এবং তিন দিনের মধ্যে এলাকা ছাড়ার জন্য গ্রামবাসীদের হুমকি দিয়েছে।

স্মারকলিপিটি লতিবান ইউনিয়নের আটটি গ্রামের পক্ষে পেশ করা হয় এবং বেআইনীভাবে জমি দখল রোধ ও দখলকারীদের উচ্ছেদ করার জন্য জেলা প্রশাসকের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। গ্রামগুলো হলো বালা কুমার পাড়া, পদ্মিনী পাড়া, ছাঁয়ানী বলা পাড়া, সিংগা পাড়া, কার্বারী পাড়া, পাম্পু পাড়া, রাঙ্গুল-পাড়া ও কবিন্দ্র পাড়া।

উল্লেখ্য, ১৯৮৩ ও ১৯৮৭ সালে সেটলারদেরকে নিয়ে আসা হয়েছিল। বর্তমানে যেখানে উপজেলা ও জিয়া নগর নামে দুইটি সেটলার গুচ্ছগ্রাম, সেখানে পাম্পু পাড়া নামে একটি ত্রিপুরা গ্রাম ছিল। ত্রিপুরাদেরকে ঐ গ্রাম থেকে উৎখাত করে সেখানে সেটলারদের পুনর্বাসন করা হয় এবং গ্রামের নাম পাল্টে দেয়া হয়।

১৯৮৬ সালে সেটলাররা আর্মিদের সহায়তায় পার্শ্ববর্তী পাহাড়ি গ্রামে ব্যাপক হামলা ও লুটতরাজ চালায়। যার ফলে হাজার হাজার পাহাড়ি পরিবার ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

রিপোর্ট: ২২ আগষ্ট

কাউখালিতে ধর্ষণ ঘটনা চাপা দিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা

কাউখালি প্রতিনিধি

একটি ধর্ষণ চেষ্টার ঘটনা ধামাচাপা দিতে সেটলাররা সংঘবদ্ধভাবে দাঙ্গা বাঁধানোর পাঁয়তারা চালায়। কাউখালিতে এ ঘটনা ঘটে।

২৫ জুলাই দুপুর বারোটার দিকে সানু মারি ম্যামা দুই জন মহিলা প্রেসেন্স জাতীয়বাদ বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিল। তারা বড়ি মারাপাড়া ও তার বাবার নাম মাংচাং মারমা।

পথে শান্তিকছড়ি ব্রিজ পার হওয়ার পর প্রাকৃতিক ডাকে তারা দিকে সানু মারি পিছে পড়ে যায়, যা তার দুই সঙ্গী বোঝতে পারেনি। তখন সময় আনুমানিক বিকেল ৬:৩০। তারপর এই অংশে লোক চলাচল কম এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। লিয়াকত আলী ও জাকির আলী নামে দুই সেটলার তাকে একা পেয়ে আলটা ধরে জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। সানু মারি নিজের সম্ভ্রম বাঁচাতে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করলে তার দুই সহপাঠী ও পাড়ার কিছুটা লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয়। ফলে ধর্ষণ চেষ্টা ব্যর্থ হলে সেটলার লিয়াকত ও জাকির জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যায়।

ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে জাকির আলি পার্শ্ববর্তী আর্মি ক্যাম্পে গিয়ে সেনাদের কাছে মিথ্যাচার করে যে, পাহাড়িরা আমাকে ও তার সঙ্গী লিয়াকতকে মেরে ফেলার জন্য আক্রমণ করে। সে কোন রকমে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে, তবে তার সঙ্গী লিয়াকতকে পাহাড়িরা অপহরণ করেছে। তার এই কথা সেনা কমান্ডার অকাট্য বিশ্বাস করে এবং কোন প্রকার তদন্ত ও শুধু ছাড়া উপুই জং মারমা, চাইলা মারমা, থোয়াই চিং মারমা ও সুমন চাকমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সেনা ক্যাম্পে ধরে। অপরদিকে, ঘটনাকে ধামাচাপা করে বহিরাগত সেটলার গণের এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা চালায়। তারা বাঙালিদেরকে সংগঠিত করে পাহাড়ি গ্রামগুলোতে আক্রমণ চালানোর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেলে। পাহাড়িদেরকে তারা ৬ ঘণ্টার মধ্যে লিয়াকতকে ফেরত দিতে বলে। নতুবা তাদেরকে জ্বালিয়ে দেয়া হবে বলে তারা হুমকি দেয়। সেনাবাহিনী পাহাড়িদের গ্রামগুলোর চারপাশে টহল জোরদার করে। তাদের তা পাহাড়িদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নয়, বরং সেটলারদের আক্রমণের সময় যাতে কোন পাহাড়ি পালিয়ে যেতে না পারে তা নিশ্চিত করা। এটা বোঝা গেছে যখন একজন সেনা কমান্ডার পাহাড়িদের বলে, "আমার নাম ক্যাপ্টেন মেহেদী। আমি খাগড়াছড়িতে সবচেয়ে কঠিন জায়গায় আছি। যদি লিয়াকতকে আমাদের মধ্যে ফেরত না পাই তাহলে সে ধরনের ঘটনা ঘটানো হবে।" উক্ত সেনা কমান্ডারটি যখন এ হুমকি উচ্চারণ করছিল তখন ইউপিডিএফ-এর একজন প্রতিনিধিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তিলিন খংলানের ভূমিকাও ছিল রহস্যময়। টিএনও কাজী রফিকুল জিয়া সেটলারদের সম্ভাব্য হামলা থেকে পাহাড়িদের রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। পাহাড়িরা ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। সেনা কমান্ডারের সহযোগিতায় সেটলাররা আক্রমণ করতে আসলে তাদের আত্মরক্ষার কোন উপায় ছিল না।

ক্যাপ্টেন মেহেদীর "ঘটনা" থেকে পাহাড়িরা রক্ষা পায় কেবল লিয়াকতকে সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রঘোনায় খুঁজে পাওয়ার পর। সে শঙ্কিত হয়ে তাখানে পালিয়ে গিয়েছিল। তাকে কাউখালি থানায় সোপর্দ করা হয়। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন মামলা না করে পুলিশ নিরপরাধভাবে তাকে ছেড়ে দেয়। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভুল তথ্য দিয়ে দাঙ্গা বাঁধানোর পরিকল্পনা কিংবা ধর্ষণ চেষ্টার অপরাধে জাকির আলির বিরুদ্ধে কোন মামলা হয়নি। লিয়াকতকে খুঁজে না পেলে সেটলাররা যে পাহাড়িদের গ্রামে হামলা চালাতো তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। তখন পাহাড়িদের কি অবস্থা হতো?

কিছু কম ধরনের হামলা থেকে রক্ষা পেলেও লুটি ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে এবং সেনা সদস্যদের হাতে ১৮ জন নিরীহ পাহাড়ি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। গ্রামবাসীরা জানান, সেটলাররা মনু চাকমার কাছ থেকে ১১৫ টাকা, ওয়াই মং মারমার (ছাত্রীজাত) কাছ থেকে ২,৫০০ টাকা, মে লা অং মারমার কাছ থেকে ১১০০ টাকা এবং থোয়াইচিং মং মারমার কাছ থেকে ১৮০০ টাকা জোরপূর্বক কেড়ে নেয়। সেটলার বকেম আলী, আবুল কাসেম ও মোহাম্মদ মকবুল এই টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনার সাথে জড়িত। এছাড়া সেটলাররা পাহাড়িদের গরুছাগল শিকড় জিনিসপত্রও লুটে করে নিয়ে যায়।

সেনারা যে ১৮ জন পাহাড়িকে মারধর করে তাদের নাম হলো: ১. মঙ্গল কুমার চাকমা, ২. সিং চিং মারমা, ৩. মংথাই মারমা, ৪. সংথোয়াই মং মারমা, ৫. চাকা সিং চাকমা, ৬. অমর বিকাশ চাকমা, ৭. পাইসাজাই মারমা, ৮. চিং মং মারমা, ৯. অংচাইন মারমা, ১০. পাইসা মং মারমা, ১১. উথোয়াই মারমা, ১২. উছলা মারমা, ১৩. মঙ্গল চাকমা, ১৪. সুমন চাকমা, ১৫. জিম্বুবান চাকমা, ১৬. রঞ্জ চাকমা, ১৭. মালা চাকমা এবং ১৮. মেঘনাদ চাকমা।

জেএসএস সন্ত্রাসীদের হাতে এলাকার জনগণ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে

অংসোচিং মার্মা, লক্ষ্মীছড়ি থেকে

খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি থানাধীন মুল্যাচরলী ইউনিয়নে জেএসএস সন্ত্রাসীদের হাতে এলাকার জনগণ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তারা পূর্বকি মোটা অংকের টাকা আদায়, অপহরণ ও মুক্তিপণ এখানে নিত্য দিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত ২৪শে এপ্রিল'০৫ নিতাই চাকমা ও বরুন চাকমা (বরুন মেম্বার) এর নেতৃত্বে জেএসএস-এর ১২/১৩ জনের একদল সশস্ত্র দল বলাছড়ি পাড়া ও মাজাছড়ি পাড়ার (লক্ষ্মীছড়ি থানাধীন মুল্যাচরলী ইউনিয়ন) দুকে গ্রামবাসীদের উপর মারধর এবং তাদের পূর্বকি মোটা অংকের টাকা আদায় করে নিয়ে যায়। উক্ত ঘটনায় যারা শিকার হয়েছেন তারা হলেন- ১. ত্রেয় কুমার চাকমা গ্রাম- মাজাছড়ি এর কাছ থেকে ৪০,০০০ টাকা ২. সুন্দর কুমার চাকমা গ্রাম- মাজাছড়ি এর কাছ থেকে ১০,০০০ টাকা ৩. বনি চাকমা গ্রাম- মাজাছড়ি এর কাছ থেকে ১০,০০০ টাকা ৪. আনাজ মণি চাকমা গ্রাম- মাজাছড়ি এর কাছ থেকে ১০,০০০ টাকা ৫. সাটিক চাকমা গ্রাম- মাজাছড়ি এর কাছ থেকে ১০,০০০ টাকা ৬. লাকী কান্ত চাকমা গ্রাম- বুকুম অংশ মুল্যাচরলী ইউনিয়ন, লক্ষ্মীছড়ি থানা এর কাছ থেকে ২০,০০০ টাকা ৭. আন্নাছি মার্মা গ্রাম পশ্চিম চাইল্যাচরলী এর কাছ থেকে ১৫,০০০ টাকা ৮. বৈদ্যাশি মার্মা গ্রাম- পশ্চিম চাইল্যাচরলী এর কাছ থেকে ৭,০০০ টাকা।

তাছাড়া গত ২৭ এপ্রিল'০৫ তারিখে থানাধীন উত্তর সাপছড়ি পাড়ার বাসিন্দা মি. নিঞ্চরাই মার্মা পীং-মৃত অংগ্রু মার্মা জেএসএস সন্ত্রাসীদের কর্তৃক অপহৃত হন। তাকে সন্ত্রাসীরা মারধর করে। এলাকার জনগণ জেএসএস সন্ত্রাসীদেরকে ১৫,০০০ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে নিঞ্চরাই মার্মাকে জেএসএস সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে জামিনে ছাড়িয়ে আনে। এরই সপ্তাহে যারা যারা সন্ত্রাসীদেরকে মোটা অংকের টাকা দিতে বাধ্য হয়েছে তারা হলো - ১. বাহেল্লাজ মার্মা গ্রাম- উত্তর সাপছড়ি টাকার পরিমাণ ১৫,০০০ টাকা ২. চন্দ্রাক্ষ মার্মা গ্রাম- উত্তর সাপছড়ি টাকার পরিমাণ ২,০০০ টাকা ৩.সুইথোয়াইউ মার্মা গ্রাম- উত্তর সাপছড়ি টাকার পরিমাণ ২,০০০ টাকা ৪. মালা মার্মা গ্রাম- উত্তর সাপছড়ি টাকার পরিমাণ ২,০০০ টাকা ৫. মংসোয়ু মার্মা গ্রাম- উত্তর সাপছড়ি টাকার পরিমাণ ২,০০০ টাকা ৬. মংলা মার্মা গ্রাম- উত্তর সাপছড়ি টাকার পরিমাণ ২,০০০ টাকা ৭. আন্নো মার্মা গ্রাম- উত্তর সাপছড়ি টাকার পরিমাণ ২,০০০ টাকা।

এরপর মানিকছড়ি থানাধীন দুবছড়ি পাড়া থেকে জেএসএস সন্ত্রাসীরা সুর্যসেন চাকমাকে অপহরণ করে এবং নগদ ২০,০০০ টাকা জোরপূর্বক আদায় করে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

এসব অপকর্মের জন্য যারা যারা সন্ত্রাসীদেরকে সহযোগিতা দিচ্ছে তাদের নাম ঠিকানা উল্লেখ করা হলো- ১. সুইথোয়াইচিং মার্মা পিতা- কংরাই মার্মা গ্রাম- পশ্চিম চাইল্যাচরলী, থানা লক্ষ্মীছড়ি, জেলা খাগড়াছড়ি ২. আন্নাসি মার্মা পিতা- অজ্ঞাত গ্রাম- কবির নালা থানা মানিকছড়ি, জেলা-খাগড়াছড়ি। এছাড়া মংসোয়াই মার্মা (জাপান) পিতা অজ্ঞাত মানিকছড়ি জেএসএস অফিস থেকে সন্ত্রাসীদেরকে নির্দেশ ও তত্ত্বাবধান করে থাকে। সে এলাকার লোকজনকে চিঠি দিয়ে ডেকে এনে মোটা অংকের টাকা আদায় করে থাকে। মানিকছড়ি কিনুক সিনেমা হলের পূর্বে পাড়ার ভিতরে জেএসএস-এর সন্ত্রাসীদের আস্তানা রয়েছে। মানিকছড়ি সাব-জোনের সেনাদের ছত্রছায়ায় তারা সেখানে অবস্থান করে। উল্লেখ্য গত ৭ই জুন'০৫ ভূমি বেদখল, সেনা-বিডিআর ক্যাম্প স্থাপন, অবিলম্বে পুনর্বাসন ও অন্যায়ে সরকারী দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে ইউপিডিএফ-এর উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে না যাওয়ার জন্যও মংসোয়াই মার্মা (জাপান) জেএসএস অফিস থেকে চিঠির মাধ্যমে প্রতিটি এলাকার জনগণকে ভীতি প্রদর্শন করেছে।

ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।
সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ২০১, ড, কুদরত-ই-খুদা হল (পুরাতন), বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি, হাজারিবাগ, ঢাকা - ১২০৯